॥ ৪ ॥

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।।
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে।।
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।
অবলা অল্পমতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ;
তার মা বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে।।

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। 'বারে বারে কহ রাণি'—কার লেখা পদ?
উ: কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা পদ।
২। 'বারে বারে কহ রাণি'—পদটি কোন্ পর্যায়ের পদ?
উ: আগমনী পর্যায়ের পদ।
৩। 'বারে বারে কহ রাণি'—রাণি কাকে কী বলেছেন?
উ: রাণি মেনকা হিমালয়কে বারে বারে উমাকে আনার কথা বলেছেন।
৪। 'জামাতার রীত' কথার অর্থ কী?
উ: জামাতা শিবের প্রকৃতি।

Scanned by CamScanner

৫। "সদা রাখে হৃদি-'পরে"—অর্থ লেখো।
উ: শিবের বক্ষস্থলের উপর উমা কালী মূর্তিতে দণ্ডায়মান, অন্য অর্থে শিব উমা অন্ত প্রাণ।
৬। 'শূলপাণি' কথার অর্থ লেখো।
উ: মহাদেব।
৭। 'সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে।'—কার এমন ভাবনা?
উ: হিমালয়ের ধারণা শিব উমাকে পিত্রালয়ে পাঠাবে না।
৮। 'দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে'।—কথার অর্থ কী?
উ: সমুদ্রমন্থন কালে উত্থিত বিষ শিব গলায় ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। বিষ পান করে শিব বিষের জ্বালায় জর্জরিত হন।
৯। "যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।"—কে কোথায় যাবেন?
উ: হিমালয় স্ত্রী অনুরোধে কৈলাস ভবনে যাবেন, কিন্তু শিবকে কিছু বলবেন না।
১০। 'উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া'—কেন একথা বলা হয়েছে?
উ: সমুদ্রমন্থনজাত বিষ পান করে শিব যখন যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ে তখন গৌরীর অঙ্গের সুশীতল ছায়ায় মহাদেবের শরীরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে।
১১। 'অবলা, অল্পমতি, না জান কার্য্যের গতি।'—কে নিজেকে অবলা বলেছেন?
উ: 'অবলা' এখানে মেনকা নিজেকে বলেছেন।
১২। 'কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ।'—কে কেন একথা বলেছেন?
উ: হিমালয় মেনকাকে বলেছেন যে কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাবেন। কমলাকান্ত মাকে বুঝিয়ে হয়তো নিয়ে আসতে পারবেন।

বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর

১। "রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।"
—কার লেখা কোন্ পর্যায়ের পদ? অংশটির ব্যাখ্যা দাও।
উত্তর। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা আগমনী পর্যায়ের পদ।

সমুদ্রমন্থনে বাসুকীর মুখ নির্গত বিষে যখন ত্রিজগৎ ধ্বংসের মুখে তখন বিষ্ণুদেবের অনুরোধে মহাদেব সেই তীব্র বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। তীব্র বিষের জ্বালায় তাঁর দেহ যন্ত্রণাকাতর হলে গৌরীর অঙ্গের সুশীতল ছায়ায় মহাদেবের শরীরে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে। তাই মহাদেব সেই থেকে উমাকে বিচ্ছিন্ন করেন না। এখানে পৌরাণিক শিব-শক্তির একীভূত রূপের অনুষঙ্গের কথাই মনে করানো হয়েছে।

২। "অবলা অল্পমতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।"
—কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের পদ? অংশটির তাৎপর্য লেখো।
উত্তর। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা আগমনী পর্যায়ের পদ।

এখানে শিবের প্রতি হিমালয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। মেনকা নারী তাই সে অল্পবুদ্ধি। শিবের জটিল ব্যাপার নিরূপণ করতে পারেন না। তাই হিমালয় শিবকে বুঝে উঠতে পারলেও মেনকা

Scanned by CamScanner

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় বুঝতে পারেননি। অতএব তিনি গৌরীকে আনতে কৈলাসে যাবেন কিন্তু মুখে কিছু বলবেন না শিবের ঐশ্বর্যরূপ হিমালয়ের অজ্ঞাত নয়।

বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর

১। 'বারে বারে কহ রাণি' পদটির বিষয়বস্তু লিখে কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করো।

উ: আলোচ্য পদটি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের লেখা আগমনী পর্যায়ের পদ।

গিরিজায়া গৌরীকে পিতৃগৃহে আনবার জন্য হিমালয়কে বারবার অনুরোধ করেছে। মেনকা জানেন তাঁর জামাই মহাদেবের চরিত্র কেমন। সর্প যদিও মণি ত্যাগ করে কিছু সময় বাঁচতে পারে কিন্তু শিব তিলমাত্র সময়ের জন্য গৌরীকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাঁকে মহাদেব সবসময় হৃদয় মাঝে বেঁধে রাখেন। তাই হিমালয়ের ধারণা শিব উমাকে পিত্রালয়ে পাঠাবে না। সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত বিষ শিব গলায় ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। উমার দেহের ছায়ায় শিবের বিষ জর্জর দেহ শীতল হয়। সেই সময় থেকে শিব উমার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না। গিরিজায়া অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় এ সব জটিল ব্যাপার বুঝতে চান না। অতএব তিনি গৌরীকে আনতে কৈলাসে গেলেও মুখে কিছু বলবেন না। কমলাকান্ত ভণিতায় বলেছেন তিনিও উমাকে আনতে সঙ্গে যাবেন। বেশি পীড়াপীড়ি করবেন না। গিরিকন্যা গৌরী তার মা হওয়ার কারণে তাকে গিরিরাজের গৃহে আসতেই হবে। মানিয়ে নিয়ে যদি তিনি মাকে আনতে পারেন সেই চেষ্টাই করবেন।

কাব্যসৌন্দর্য : এই পদে শিবের মাধুর্য রূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য রূপ অধিক পরিমাণে প্রকাশ হয়েছে। তাছাড়া শিব পার্বতীর গভীর ও মধুর প্রেমের দাম্পত্য জীবনের কথা ধরা পড়েছে। এছাড়া শিবের প্রতি গিরিরাজ হিমালয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবতারণা করে সাংসারিক লোকজীবনের নিগূঢ় দাম্পত্য সম্পর্ককে অন্বিত করেছেন কবি। পৌরাণিক শিব-শক্তি একীভূত রূপের অনুষঙ্গের কথাও মনে পড়ে। পদের শেষে ভণিতার মাধ্যমে কবি তার ভক্তিবিনম্র ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

॥ ৫ ॥

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে,
হয় নয় প্রকাশ বদনে॥
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে
আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে॥
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে!
তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ,
না কইলে যাইব কেমনে॥
নাথ, পুর মন-আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর,
সরল বচনে হে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই
আসিব তিন দিনে হে॥

—*কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য*

Scanned by CamScanner